

উসমানের বিদআত

চার রাকাত কসর সালাত



উসমানের বিদআত

চার রাকআত কসর সালাত

লেখক: আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

সালাত ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত এবং এর বিধান কুরআন ও রাসুলুল্লাহ -ﷺ এর সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। সফরকালীন সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধানও ইসলামের শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কসর সালাতের পরিমাণ ও প্রয়োগ নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মত ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

এই গ্রন্থে বিশেষভাবে উসমান ইবনে আফফানের সময়ে সফর অবস্থায় চার রাকআত সালাত আদায়ের বিষয়টি কুরআন, রাসুলুল্লাহ -ﷺ এর সুন্নাহ এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক ও হাদিসগ্রন্থের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। কসর সালাতের মূল বিধান কী ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তা আদায় করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের আমল কী ছিল এবং উসমানের সময়ে চার রাকআত আদায়ের পেছনে কী কারণ উল্লেখ করা হয়েছে—এসব প্রশ্নের দলিলভিত্তিক অনুসন্ধানই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

এখানে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের বিধানকে প্রাথমিক উৎসের আলোকে যাচাই করা এবং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত পরিবর্তন বা বিতর্ককে ঐতিহাসিকভাবে অনুধাবন করাই এই গবেষণার লক্ষ্য।

পাঠক কুরআনের আয়াত, রাসুলুল্লাহ -ﷺ এর সুন্নাহ, সাহাবিদের বর্ণনা এবং প্রাচীন গ্রন্থের দলিলগুলো পাশাপাশি বিবেচনা করলে কসর সালাতের প্রকৃত বিধান ও উসমানের চার রাকআত আদায়ের ঘটনাটি সম্পর্কে নিজেই একটি সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে পারবেন—এই প্রত্যাশায় গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

□ উসমান ইবনে আফফান কসর সালাত বৃদ্ধি করেছেন অর্থাৎ যাকুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী

কুরআনে সফরকালীন সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ -ﷺ এর আমল ও সাহাবিদের বর্ণনাতো সফরে কসর সালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে দেখা যায়, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর খেলাফতের সময়ে মিনা ও অন্যান্য সফরস্থানে চার রাকআতের সালাত আদায়ের ঘটনা ঘটেছিল। এ কারণে তাঁর এই

আমলকে কুরআন ও রাসুলুল্লাহ -ﷺএর প্রতিষ্ঠিত কসর-আমলের সঙ্গে তুলনা করে পরবর্তী আলেমদের মধ্যে আলোচনা ও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

এই গ্রন্থে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো কুরআন, হাদিস ও প্রামাণ্য ইতিহাসের আলোকে পর্যালোচনা করা হবে—উসমান ইবনে আফফানের আমলে কসর সালাতের পরিবর্তন কীভাবে ঘটেছিল এবং তা রাসুলুল্লাহ -ﷺএর সুন্নাহর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, সেটিই হবে অনুসন্ধানের মূল বিষয়।

আসুন আমরা আগে একটা হাদিস দেখে নেই।

■সহীহ বুখারী,হাদিসঃ ১১০২।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ خَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

বর্ণনাকারী: হাফস ইব্নু আসিম (বহঃ)

ইবন উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল (-ﷺএর সঙ্গে ছিলাম, তিনি সফরে দুই রাকাতের অধিক আদায় করতেন না। আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ)-এর এ রীতি ছিল।
[১]

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ১৪৫৫-১৪৬০।

■হাদিসঃ১৪৫৫।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فَرَضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ .

বর্ণনাকারী: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী 'আমিশাহ্ (রাঃ)

বাড়িতে কিংবা সফরে যে কোন অবস্থায় প্রথমে সালাত দু দু রাকাত করে ফরজ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সফরের সালাত দু রাকাত ঠিক রাখা হলেও বাড়িতে অবস্থানকালীন সালাতের রাকাত সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■হাদিসঃ১৪৫৬।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْعِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ جِئْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأَقْرَأَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى .

বর্ণনাকারী: নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী ‘আমিশাহ (রাঃ)

সালাত ফরজ করার সময় আল্লাহ তা‘আলা দুই রাকাত করে ফরজ করেছিলেন। তবে পরে বাড়িতে অবস্থানকালীন সালাতে বৃদ্ধি করে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে এবং সফরকালীন সালাত পূর্বের মত দুই রাকাতই রাখা হয়েছে।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ **সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৫৭।**

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خُسْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الصَّلَاةَ، أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَأَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأْوَلَّتْ كَمَا تَأْوَلُ عُثْمَانُ .

বর্ণনাকারী: ‘আমিশাহ (রাঃ)

প্রথমে সালাত ফরজ হয়েছিল দুই রাকাত করে। পরবর্তীতে সফরকালীন সালাত দুই রাকাত ঠিক রাখা হয়েছে কিন্তু বাড়িতে অবস্থানকালীন সালাত পূর্ণাঙ্গ (অর্থাৎ চার রাকাত) করা হয়েছে।

বর্ণনাকারী মুহরী বলেছেন: আমি উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম- তাহলে কী কারণে আমিশা (রাঃ) সফরকালীন সালাত পুরো আদায় করতেন? জবাবে উরওয়া বললেন: আমিশা উসমানের ব্যাখ্যার মতো এ হাদীসটির ব্যাখ্যা করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ **সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৫৮।**

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا، مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ جِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ " صَدَقَهُ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .

বর্ণনাকারী: ইয়া‘লা ইবনু উমাইয়্যাহ (রাঃ)

আমি উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: “কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এ আশঙ্কা থাকলে সালাত কসর করে আদায় করতে তোমাদের কোন দোষ হবে না”-(সূরা আন নিসা ৪:১০১)। কিন্তু এখন তো লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করেছেন। (সুতরাং এখন কসর সালাত আদায় করার প্রয়োজন কী?) এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাতাব (রাঃ) বললেন: তুমি যে কারণে বিস্মিত হয়েছ আমিও ঠিক একই কারণে বিস্মিত হয়েছিলাম (অর্থাৎ আমিও কসর

সালাত আদায়ের কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই উক্ত বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সদাকাহ বা দান। সুতরাং তোমরা তাঁর দেয়া সদাকাহ গ্রহণ কর।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ১৪৬০।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

বর্ণনাকারী: ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)

“আল্লাহ তা’আলা তোমাদের নবীর (জবানীতে বাড়িতে অবস্থানকালীন সালাত চার রাকাত, সফরের সালাত দুই রাকাত এবং ভীতিকর অবস্থায় এক রাকাত ফরজ করেছেন।”

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহিহ বুখারী,হাদিসঃ১০৮২-১০৮৪।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثَيْدٍ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِئَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا .

বর্ণনাকারী: ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমর (রাঃ)

আমি নবী (আবু বকর এবং উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে মিনায় দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি।
উসমান (রাঃ)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দুই রাকাত আদায় করেছি। অতঃপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■হাদিসঃ১০৮৩।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنْ مَا كَانَ بِمِئَةِ رَكْعَتَيْنِ .

বর্ণনাকারী: হারিসা ইবনু ওয়াহ্ব (রাঃ)

নবী (ﷺ) নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দুই রাকাত সালাত আদায় করেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪ হাদিস: ১০৮৪।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاجِدِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانَ
بُنْ عَفَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَنْىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّى مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْىَ رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَنْىَ رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَنْىَ رَكَعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ رَكَعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

বর্ণনাকারী: ইব্রাহীম (রহঃ)

আমি আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, উসমান ইবনু আফফান (রাঃ)
আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকাত সালাত আদায় করেছেন। অতঃপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ
ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইল্লা লিল্লাহ' পড়লেন, অতঃপর বললেন, আমি
আল্লাহর রসূল (-ﷺ) এর সঙ্গে মিনায় দুই রাকাত পড়েছি এবং 'উমার ইবনু খাতাব (রাঃ)-এর সঙ্গে
মিনায় দুই রাকাত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত
মাকবুল সালাত হতো।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪ সহিহ বুখারী, হাদিস: ১৬৫৫-১৬৫৭।

▪ হাদিস: ১৬৫৫।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْىَ رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ

বর্ণনাকারী: আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রাঃ)

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মিনায় দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন এবং আবু বকর, উমর (রাঃ)-ও।
আর উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগেও দুই রাকাত আদায় করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪ হাদিস: ১৬৫৬।

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَأَمْنُهُ بِمَنْى رَكْعَتَيْنِ

বর্ণনাকারী: হারিসা ইবনু ওয়াহব খুযায় (রাঃ)

নবী (ﷺ) আমাদের নিয়ে মিনায় দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন। এ সময় আমরা আগের তুলনায় সংখ্যায় বেশি ছিলাম এবং অতি নিরাপদে ছিলাম।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ হাদিস: ১৬৫৭।

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقْتُ بِكُمْ الطَّرِيقَ فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ

বর্ণনাকারী: আবদুল্লাহ (রাঃ)

আমি (মিনায়) নবী (ﷺ)-এর সাথে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে দুই রাকাত এবং উমর (রাঃ)-এর সাথেও দুই রাকাত আদায় করেছি। এরপর তোমাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে [অর্থাৎ উসমান (রাঃ)-এর সময় হতে চার রাকাত সালাত আদায় করা শুরু হয়েছে]। আহা! যদি চার রাকাতের পরিবর্তে মাকবুল দুই রাকাতই আমার ভাগ্যে জুটত!

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■ সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৭৫-১৪৭৭।

■ সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৭৫।

وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمَنْى وَغَيْرِهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ جِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.

বর্ণনাকারী: সালিম ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু উমার-এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

তিনি মিনা এবং অন্যান্য স্থানে মুসাফিরের ন্যায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছিলেন। আর আবু বকর, উমর তাঁদের খিলাফাত যুগে এবং উসমান তাঁর খিলাফাতের প্রথম দিকে

সফরকালের সালাত দুই রাকাত করে আদায় করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেছেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহিহ মুসলিম, হাদিসঃ ১৪৭৭।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا . فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

বর্ণনাকারী: আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ)

বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিনাতে ফরজ সালাত চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করেছেন। পরে আবু বকর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে তাই করেছেন। আবু বকরের পর উমর (রাঃ)-ও তাই করেছেন। কিন্তু পরে উসমান (রাঃ) চার রাকাত আদায় করেছেন। সুতরাং, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) ইমামের পিছনে সালাত আদায় করলে চার রাকাত আদায় করতেন, কিন্তু যখন তিনি একাকী সালাত আদায় করতেন দুই রাকাত আদায় করতেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■আল মুহাল্লা ইবনে হাজম,খন্ডঃ৩,পৃঃ১৯০।

লেখকঃ ইবনে হাজম

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلّى فيه ركعتين أعادها !

আমরা আবদুর রাক্কাকের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে, তিনি নাফি' (রহ.)-এর মাধ্যমে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছি যে,

ইবনে উমর (রাঃ) যখন মিনায় ইমামের সঙ্গে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন, তখন সালাত শেষ করে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে গিয়ে আবার দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন।

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفية <https://share.google/BxW7p6TUu2UnsfLP9>

المَحَلِّي بِالْأَثَارِ

تصنيف
الإمام الجليل المحمّد بن الحنفية الأصولي
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
تحقيق
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري

مستودع
مركز البحوث
للتدريس والبحث
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

المَحَلِّي بِالْأَثَارِ

تصنيف
الإمام الجليل المحمّد بن الحنفية الأصولي
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

تحقيق
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري

الجزء الثالث
الصلاة، الجنائز، الاعتكاف

مستودع
مركز البحوث
للتدريس والبحث
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

شاء الله تعالى .

وأما الحديثان فلا خير فيهما :-

أما الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي ، لم يروه غيره ؛ وهو مجهول^(١) .

وأما حديث عطاء فانفرد به المغيرة بن زياد ، لم يروه غيره ، وقال فيه أحمد بن حنبل : هو ضعيف ، كل حديث أسنده فهو منكر !

وأما فعل عثمان ، وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تأولا تأويلاً خالفهما فيه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم .

كما حدثنا أحمد بن عمر الغدري ثنا أبو ذر الهروي ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ثنا إبراهيم بن خُزيم ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة - فذكر الخبر ، وفيه - قال الزهري : فقلت لعروة : فما كان عمل عائشة - فذكر الخبر ، وفيه - قال الزهري : فقلت لعروة : فما كان عمل عائشة أن تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين ركعتين .

قال : تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى !

ورويانا من طريق عبد الرزاق عن الزهري قال : بلغني أن عثمان إنما صلاها أربعاً - يعني بمنى - لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج . فعلى هذا أتم معه من كان يتم معه من الصحابة رضي الله عنهم ، لأنهم أقاموا بإقامته !

وقد خالفهما من الصحابة طوائف :-

كما رويانا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا صلى مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف إلى منزله فصلّى فيه ركعتين أعادها !

ومن طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار حدثني داود بن أبي عاصم قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر بمنى ؟

(١) اختلف على العلاء بن زهير ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات وقد وثقه يحيى ووافقه الذهبي وعبد الحق .

■মুয়াত্তা ইমাম মালিক, পৃঃ৫২৫-৫২৬,হাদীসঃ১৩৫৮।

লেখকঃ ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হিঃ)

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّىاهُمَا بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمرَ صَلَّاهُمَا بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُثْمَانَ صَلَّاهُمَا بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، شَطَرَ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ .

আবু মুস'আব আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, মালিক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে—

রাসুলুল্লাহ ﷺ মিনায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। আবু বকরও মিনায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। উমরও মিনায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। আর উসমানও তাঁর শাসনামলের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মিনায় দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছেন। এরপর তিনি পরবর্তীতে তা পূর্ণ-অর্থাৎ চার রাকাত-আদায় করেন।

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفية <https://share.google/S85nfr3i35bJ9DTsV>

■আস-সুনানুল কুবরা,খন্ডঃ২,পৃঃ৩৬০-৩৬২,হাদীসঃ ১৯১৬-১৯২০।

লেখকঃইমাম আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আন-নাসাঈ (রহ.) (মৃঃ৩০৩হিঃ)

■হাদীসঃ ১৯১৬।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَمْنٍ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكَعَتَيْنِ (٥).

আমাদেরকে কুতাইবা ইবনু সাঈদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি হারিসা ইবনু ওহব আল-খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

“আমি মিনায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে এমন এক অবস্থায় সালাত আদায় করেছি, যখন লোকসংখ্যা ছিল সর্বাধিক ও নিরাপত্তাও ছিল পূর্ণ; তখন তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন।”

■হাদীসঃ ১৯১৮।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بَكِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ

عن أنس بن مالك، أنه قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ بمنى ومع أبي بكر ومع عُمر ركعتين، ومع عثمان ركعتين صدرًا من إمارته (٢)

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দুই রাকাত, উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে দুই রাকাত এবং উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শুরুর দিকেও তাঁর সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি।

আরবি অংশ:

ومع عثمان ركعتين صدرًا من إمارته

এর অর্থ হলো: “এবং উসমানের শাসনামল/খেলাফতের প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গেও দুই রাকাত আদায় করেছি।”

■হাদীসঃ ১৯২০।

أخبرنا علي بن خنّرم، قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش، عن إبراهيم، عن

عبد الرحمن بن يزيد، قال: صلى عثمان بمنى أربعاً، حتى بلغ ذلك عبد الله، فقال: لقد صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين (١)

আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ বলেন:

উসমান (রাঃ) মিনায় চার রাকাত সালাত আদায় করলেন। বিষয়টি আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, “আমি তো রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি।”

অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) উসমান (রাঃ)-এর মিনায় চার রাকাত সালাত আদায়ের কথা শুনে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সঙ্গে সেখানে দুই রাকাত করে সালাত আদায় করেছিলেন।

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/zvu1K0ufMBookSaJ2>

■আল-ইস্তিযকার,খন্ড:২,পৃঃ২২৮।

লেখকঃইমাম হাফিজ আবু উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃঃ৪৬৩হিঃ)

قال أبو عمر : غاب ابن مسعود عثمان بالإمام بمِني، ثم أُقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك؟ فقال : الخلف شرٌّ.

আবু উমর বলেন, ইবনু মাসউদ উসমানকে মিনায় চার রাকাত সালাত আদায় করার কারণে সমালোচনা করেছিলেন। অতঃপর সালাত কামেম করা হলে তিনি উসমানের পেছনেই চার রাকাত সালাত আদায় করেন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন:

“মতভেদ বা বিভেদ অনিষ্টকর।”

PDF লিংক:

Source: المكتبة المفتوحة <https://share.google/vUt7NPSee784JugKM>

■ সুনান কুবরা আল বায়হাকী, খন্ড:৩, পৃ:২০৬, হাদীস:৫৪৩৫।

লেখক: ইমাম আল বায়হাকী, (মৃ:৪৫৮হিঃ)

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا بشر بن موسى بن صالح، ثنا أبو نعيم، عن الأعمش، ثنا معاوية بن قرة بواسط، عن أشياخ الحي قال: صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك عبد الله فعاب عليه ثم صلى بأصحابه في رحله العصر أربعاً فقلت له: عبت على عثمان وصليت أربعاً قال: إني أكره الخلاف. وقد روي ذلك بإسناد موصول.

আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবুল হাসান আলী ইবন আহমদ ইবন আবদান। তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আহমদ ইবন উবাইদ আস-সারুফার। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন বিশর ইবন মুসা ইবন সালিহ। তিনি বলেন, আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আবু নু‘আইম, তিনি আ‘মাশ থেকে; আ‘মাশ বলেন, আমাদেরকে ওয়াসিত নগরীতে মু‘আবিয়া ইবন কুররা বর্ণনা করেছেন, তিনি ওই এলাকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সূত্রে বলেন—

উসমান (রা.) মিনায় যোহরের সালাত চার রাকাত আদায় করেন। এ সংবাদ যখন আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি এ কারণে উসমানের সমালোচনা করেন। কিন্তু পরে তিনি নিজে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিজ অবস্থানস্থলে আসরের সালাত চার রাকাত আদায় করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম:

“আপনি তো উসমানের সমালোচনা করলেন, অথচ নিজেই চার রাকাত সালাত আদায় করলেন কেন?”

তিনি উত্তরে বললেন:

“— إني أكره الخلاف» আমি মতভেদ বা বিরোধিতা সৃষ্টি হওয়াকে অপছন্দ করি।”

এরপর বায়হাকী বলেন:

«وقد روي ذلك بإسناد موصول»

الموطأ

لإمام دار الهجرة مالك بن أنس
٩٣ - ١٧٩ هـ

رواية

أبي مضعب الزهري المدني

١٥٠ - ٢٤٢ هـ

حقيقه وعلق عليه

محمود محمد خليل

الدكتور بشار عواد معروف

دار الرسالة العالمية

الموطأ

لإمام دار الهجرة مالك بن أنس
٩٣ - ١٧٩ هـ

رواية

أبي مضعب الزهري المدني

١٥٠ - ٢٤٢ هـ

الجزء الأول

حقيقه وعلق عليه

محمود محمد خليل

الدكتور بشار عواد معروف

مؤسسة الرسالة

بَكَرِ الصَّدِيقِ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَرَى أَسْمَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا وَلَا صَحَابَهَا أَنْ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، ثُمَّ تَرْكَبُ فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى، وَلَا تَقِفُ.

١٣٥٦ - قَالَ مَالِكٌ^(١)؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمِيَ الْجَمْرَةِ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.

(٧٢) بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ^(٢)، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَجَعَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِخْتِلَامَ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ بَعْضِ الصَّفِّ، فَتَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْحِمَارَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُتَكَّرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ^(٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى صَلَاتَهُمَا بِمِنًى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاتَهُمَا بِمِنًى رَكَعَتَيْنِ، وَأَنَّ

(١) رواية يحيى: ٢٥٤.

(٢) تقدم في رقم: ٤١٣.

(٣) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٢٦٠.

عُثْمَانَ صَلَاتَهُمَا بِمِنًى رَكَعَتَيْنِ، شَطَرَ إِمَارَتِهِ^(٤)، ثُمَّ أَتَمَّهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ.

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ^(٥)، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِمِنًى مَعَ الْإِمَامِ أَرْبَعًا، فَإِذَا صَلَّى لِتَقْسِيهِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكَعَتَيْنِ.

١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ^(٦)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمُ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكَعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.

١٣٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ^(٧)، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ ذَلِكَ.

١٣٦٢ - وَقَالَ مَالِكُ^(٨)، فِي أَهْلِ مَكَّةَ: إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى، إِذَا حَجُّوا، رَكَعَتَيْنِ، حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.

(١) أي نصف خلافته.

(٢) تقدم في رقم: ٣٩٣.

(٣) رواية يحيى: ٢٦١.

(٤) تقدم في رقم: ٣٩١.

(٥) رواية يحيى: ٢٦١.

كِتَابُ السُّنَنِ الْكُبْرَى

لِلإِمَامِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسْبٍ شَيْبَةَ النَّسَائِيَّ
الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٣٠٣ هـ

قَدَّمَ لَهُ
الدَّكْتُورُ عَبْدُ السَّدِّيقِ عَبْدُ الْمُحْسَنِ التَّرَكْمِيَّ

أَشْرَفَ عَلَيْهِ
شَيْبَةُ الْأَرْنَؤُوطِ

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ
حَسَنُ حَبِيبُ الْمَلِكِ عَمَّ سَابِقِيهِ
بِمُسَاعَدَةِ مَكْتَبِ تَحْقِيقِ التَّرَاثُ فِي مُؤَسَّسَةِ الرِّسَالَةِ

الْجُزْءُ الثَّانِي

مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ

١٩١٣ - أخبرنا يعقوبُ بنُ ماهان، قال: حدثنا القاسمُ بنُ مالك، عن أيوبَ بنِ عائد، عن بُكير بنِ الأحنس، عن مجاهدٍ

عن ابنِ عباس، قال: إِنَّ اللهَ فرضَ الصلاةَ على لسانِ نبيِّكم ﷺ في الحَضَرِ أربعاً، وفي السَّفَرِ ركعتين، وفي الخَوْفِ ركعةً^(١).

[المجتبى: ١١٩/٣، التحفة: ٦٣٨٠].

٨٣٦ - الصلاة بمكة

١٩١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى في حديثه، عن خالد بنِ الحارث، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعتُ موسى، - وهو ابنُ سلمة -

قال: قلتُ لابنِ عباس: كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ^(٢).

[المجتبى: ١١٩/٣، التحفة: ٦٥٠٤].

١٩١٥ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيد - يعني ابنَ زريع - قال: حدثنا سعيد^(٣)، قال: حدثنا قتادة، أن موسى بنَ سلمة حدثهم

أنه سأل ابنَ عباس، قال: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أن أصلي؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم ﷺ^(٤).

[المجتبى: ١١٩/٣، التحفة: ٦٥٠٤].

٨٣٧ - الصلاة بمنى

١٩١٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صليتُ مع النبي ﷺ بمنى آمن ما كان الناسُ وأكثره ركعتين^(٥).

[المجتبى: ١١٩/٣، التحفة: ٣٢٨٤].

(١) سلف بإسناده ومثته برقم (٥١٤)، وانظر تخريجه برقم (٣١٤)، وانظر ما قبله.

(٢) سلف تخريجه برقم (٥١٥)، وانظر ما بعده.

(٣) في النسخ الخطية: «شعبة»، والمثبت من «التحفة».

(٤) سلف بإسناده ومثته برقم (٥١٥)، وانظر ما قبله.

(٥) سلف بإسناده ومثته برقم (٥١٦)، وانظر ما بعده.

١٩١٧ - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق

وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو إسحاق

عن حارثة بن وهب، قال: صَلَّى بنا رسول الله ﷺ بِمَنْى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكَعَتَيْنِ^(١).

[المجتبى: ١١٩/٣، التحفة: ٣٢٨٤].

١٩١٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن بكير، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم

عن أنس بن مالك، أنه قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَنْى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَكَعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ^(٢).

[المجتبى: ١٢٠/٣، التحفة: ١٤٧٢].

١٩١٩ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن يزيد

وأخبرنا محمود بن غيلان، قال حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن عبد الله، قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ^(٣).

[المجتبى: ١٢٠/٣، التحفة: ٩٣٨٣].

١٩٢٠ - أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:

(١) سلف تخريجه برقم (٥١٦)، وانظر ما قبله.

(٢) أخرجه أبو يعلى (٤٢٧١).

وهو في «مسند» أحمد (١٢٤٦٤).

(٣) أخرجه البخاري (١٠٨٤) و (١٦٥٧)، ومسلم (٦٩٥)، وأبو داود (١٩٦٠).

وقد سلف برقم (٥١٨)

وسياتي بعده، وانظر (٥١٣).

وهو في «مسند» أحمد (٣٥٩٣).

صَلَّى عَثْمَانُ بِمَنَى أَرْبَعًا، حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ^(١)

[المجتبى: ١٢٠/٣، التحفة: ٩٣٨٣].

١٩٢١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَنَى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ،
وَمَعَ عَمْرِو رَكْعَتَيْنِ^(٢).

[المجتبى: ١٢١/١، التحفة: ٨١٥١].

١٩٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ،
وَصَلَّاهَا عَمْرٌو رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّاهَا عَثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ رَكْعَتَيْنِ^(٣).

[المجتبى: ١٢١/١، التحفة: ٧٣٠٧].

٨٣٨ - الْمَقَامُ الَّذِي تَقْصُرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ

١٩٢٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي
إِسْحَاقَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ
يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا. قُلْتُ: هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَقَامْنَا بِهَا عَشْرًا^(٤).

[المجتبى: ١٢١/٣، التحفة: ١٦٥٢].

(١) سلف تخريجه في الذي قبله.

(٢) أخرجه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤) (١) و (١٧) و (١٨).
وسأتي في الذي بعده و برقم (٤١٦٥).

وهو في «مسند» أحمد (٤٥٣٣) وابن حبان (٢٧٥٨) و (٣٨٩٣).
والفاظ الحديث متقاربة المعنى.

(٣) سلف تخريجه في الذي قبله ويتكرر برقم (٤١٦٥).

(٤) سلف تخريجه برقم (١٩٠٩).

الاستبصار

الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار
فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار

تأليف

الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد
ابن عبد البر النخعي القرطبي
المتوفى سنة ٤٦٣هـ

علق عليه ووضع حواشيه

سالم محمد عطا محمد علي معوض

طبعة كاملة في ثمانية أجزاء إضافة
إلى مجلد تاسع خاص بالفهارس العامة

الجزء الثاني

يحتوي على الكتب التالية:

السجود - الجمعة - الصلاة في رمضان - صلاة الليل - صلاة الجماعة
وصلاة الصلاة في الفجر - صلاة العيدين - صلاة الخوف - صلاة الكسوف
صلاة الاستسقاء - القبلة - القرآن

مستورات

محمد علي بيضون

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّاهَا أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَزْمَعَ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ.
 قَالَ أَبُو عَمْرٍ: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ مُهَاجِرِي لَا يَحِلُّ لَهُ الْمَقَامُ بِمَكَّةَ
 وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَطُوفُ لِلْإِقَاضَةِ وَالْوَدَاعِ إِلَّا وَرَوَّاجِلُهُ قَدْ رَحَلَتْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ عَنِ إِبْرَاهِيمَ؛
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنَى أَرْبَعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّيْتُ مَعَ
 النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُ بِكُمْ
 الطَّرِيقَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَتَيْنِ مُتَقَبِّلَتَيْنِ^(١).

قال أبو عمر: عَابَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُثْمَانَ بِالْإِتْمَامِ بِمِنَى، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى
 خَلْفَهُ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ.

روينا ذلك من وجوه، وفيه من الصَّحِيحِ أَنَّ عُثْمَانَ لَوْ كَانَ الْقَصْرُ عِنْدَهُ فَرَضًا مَا أَتَمَّ
 وَهُوَ مُسَافِرٌ بِمِنَى.

وَكَذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَوْ كَانَ الْقَصْرُ عِنْدَهُ وَاجِبٌ فَرَضٌ مَا صَلَّى خَلْفَ عُثْمَانَ أَرْبَعًا،
 وَلَكِنَّهُ رَأَى أَنَّ الْخِلَافَ عَلَى الْإِمَامِ فِيمَا سَبِيلُهُ التَّخْيِيرُ وَالْإِبَاحَةُ شَرٌّ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ عِنْدَهُ أَفْضَلُ
 لِمُوَاطَّئَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَسْفَارِهِ [عَلَيْهِ]، وَإِنَّمَا عَابَهُ لِتَرْكِهِ الْأَفْضَلَ عِنْدَهُ.

وَكَذَلِكَ صَنَعَ سَلْمَانُ سَافِرٌ مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ نَحْوِ ثَلَاثَةِ عَشَرَ رَجُلًا فَأَرَادُوهُ
 عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ، فَأَبَى، وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا قَضَى
 الصَّلَاةَ قَالَ سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبَعَةِ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا رَكَعَتَيْنِ نِصْفَ الْمَرْبَعَةِ وَلَمْ يُعِدْ

= باب ٧٥، والترمذي في الحج باب ٥٢، والنسائي في السفر باب ٣، والدارمي في الصلاة باب ١٧٩،
 والمناسك باب ٤٧، ولفظ الحديث عند البخاري: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ.
 ولفظ الحديث عند مسلم (كتاب المسافرين حديث ١٦): عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْمَسَافِرِ بِمِنَى وَغَيْرِهِ، رَكَعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكَعَتَيْنِ، صَدْرًا مِنْ
 خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا.

(١) أخرجه البخاري في التقصير باب ٢، والحج باب ٨٤، ومسلم في المسافرين حديث ١٩، وأبو داود
 في المناسك باب ٧٥، والدارمي في المناسك باب ٤٧، وأحمد في المسند ٤١٦/١، ٤٢٥، ٤٦٤.
 ولفظ الحديث عند البخاري (كتاب تقصير الصلاة باب ٢) ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
 صَلَّى بَنُو عُثْمَانَ بَنِ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكَعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ
 رَكَعَاتٍ رَكَعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ.

السُّنَنِ الْكُبْرَى

للامام

أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
المتوفى سنة ٤٥٨ هـ

تحقيق
محمد عبدالقادر عطا

مكتبة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

السُّنَنِ الْكُبْرَى

للامام

أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
المتوفى سنة ٤٥٨ هـ

تحقيق
محمد عبدالقادر عطا

الجزء الثالث
المحتوى

تنمة كتاب الصلاة - كتاب الجمعة - كتاب صلاة الخوف - كتاب صلاة العيدين
كتاب صلاة الخسوف - كتاب صلاة الاستسقاء - كتاب الجنائز

مكتبة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعاً فقليل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً قال :
الخلاف شـ

٥٤٣٥ - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا بشر بن موسى بن صالح، ثنا أبو نعيم، عن الأعمش، ثنا معاوية بن قرة بواسط، عن أشياخ الحي قال : صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً فبلغ ذلك عبد الله فعاب عليه ثم صلى بأصحابه في رحله العصر أربعاً فقلت له : عبت على عثمان وصليت أربعاً قال : إني أكره الخلاف . وقد روي ذلك بإسناد موصول .

٥٤٣٦ - أخبرنا عبد الله بن يوسف الاصبهاني، أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا خلاد بن يحيى، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع فلما دخل مسجد منى فقال : كم صلى أمير المؤمنين قالوا : أربعاً فصلى أربعاً، قال : فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي ﷺ صلى ركعتين وأبأ بكر صلى ركعتين، فقال : بلى وأنا أحدثكموه الآن ولكن عثمان كان إماماً فما أخالفه والخلاف شر .

٥٤٣٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب، عن الزهري، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربعاً .

٥٤٣٨ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا موسى بن إسحاق القاضي، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سليمان بن سالم مولى عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه، عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال : يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله ﷺ وسنة صاحبيه، ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا .

قال الشيخ : وقد قيل غير هذا، والأشبه أن يكون رآه رخصة فرأى الإتمام جائزاً^(١) كما

(١) قال ابن الترمذاني : «قد أنكر عليه ابن مسعود الإتمام وفي بعض الروايات أنكر الناس عليه ذلك، فلو كان الإتمام جائزاً ما أنكره وما اعتذر عثمان ولقال اخترت الإتمام ولم يحتج إلى تأويل . وقال ابن حزم : رويناه من طريق عبد الرزاق عن الزهري بلغني أن عثمان إنما صلاها يعني بمنى لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج، فعلى هذا أتمها معه من كان يتم معه من الصحابة لأنهم أقاموا بإقامته .

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال : اعتل عثمان وهو بمنى فأتى علي فقليل له : صل بالناس، فقال : إن شئت صليت بكم صلاة رسول الله ﷺ قالوا : لا إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان أربعاً فأبى .»

“এ ঘটনাটি সংযুক্ত (মুতাসিল) সনদেও বর্ণিত হয়েছে।”

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/lSdMdUIDoRbiDXCA4>

■সহীহ সুনান আবু দাউদ, খন্ডঃ৬,পৃঃ২০৫,১ [তাহকীক]

লেখক: শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী

وقد أخرجه البيهقي (٢/١٤٤) من طريق أبي نعيم عن الأعمش : ثنا معاوية ابن قرة - بواسط - عن أشياخ الحي قال :
صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً ، فبلغ ذلك عبد الله ، فعاب عليه ، ثم صلى بأصحابه في رحله العصر أربعاً . فقيل (الأصل :
فقلت له : عبت على عثمان وصليت أربعاً؟! قال : إني أكره الخلاف . وقال :
وقد روي ذلك بإسناد موصول ... » ؛ ثم ساقه من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :
: كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع ، فلما دخل مسجد منى ؛ سأل : كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا : أربعاً ، فصلى أربعاً . قال :
فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي ﷺ صلى ركعتين ، وأبا بكر صلى ركعتين؟! فقال : بلى ، وأنا أحدثكموه الآن ، ولكن عثمان كان
إماماً ، فما أخالفه ، والخلاف شرٌّ .
ورجال هذا ثقات ؛ لولا أن أبا إسحاق - هو السبيعي - مدلس مختلط .
أما حكمه على السند الذي قبله بأنه منقطع ؛ فلجهالة الأشياء ، وهذا اصطلاح خاص له ! ولا يقدح ذلك في صحة الإسناد ؛
لما ذكرته في الأعلى .

ইমাম বাইহাকীও এটিকে তাঁর গ্রন্থে (২/১৪৪) আবু নু'আইমের সূত্রে, তিনি আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন। আ'মাশ বলেন, আমাদের কাছে মু'আবিয়া ইবনু কুররা-ওয়াসিত অঞ্চলে-সেখানকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,

উসমান মিনায় যোহরের সালাত চার রাকাত আদায় করলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলে তিনি উসমানের এ কাজের সমালোচনা করলেন। কিন্তু পরে তিনি নিজে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিজ তাঁবুতে আসরের সালাত চার রাকাত আদায় করলেন।

তখন তাঁকে বলা হলো-মূল পাণ্ডুলিপিতে আছে: “আমি তাঁকে বললাম”-

“আপনি উসমানের সমালোচনা করলেন, অথচ নিজেই চার রাকাত সালাত আদায় করলেন কেন?”

তিনি বললেন:

“আমি মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে অপছন্দ করি।”

এরপর তিনি বলেন:

“এ ঘটনাটি সংযুক্ত সনদেও বর্ণিত হয়েছে...”

তারপর তিনি ইউনুস ইবনু আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনু ইয়ামীদ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ামেত উল্লেখ করেন। আবদুর রহমান ইবনু ইয়ামীদ বলেন:

আমরা আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের সঙ্গে জম‘ এলাকায় ছিলাম। এরপর তিনি যখন মিনার মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন:

“আমিরুল মুমিনীন কত রাকাত সালাত আদায় করেছেন?”

লোকেরা বলল:

“চার রাকাত।”

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদও চার রাকাত সালাত আদায় করলেন।

আমরা তখন তাঁকে বললাম:

“আপনি কি আমাদের বর্ণনা করেননি যে, নবী ﷺ দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন এবং আবু বকরও দুই রাকাত সালাত আদায় করেছেন?”

তিনি বললেন:

“হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি এখনো তোমাদের কাছে সেই কথাই বর্ণনা করছি। কিন্তু উসমান ছিলেন ইমাম বা শাসক; তাই আমি তাঁর বিরোধিতা করতে চাইনি। কারণ মতভেদ বা বিভেদ অকল্যাণকর।”

এরপর লেখক বলেন:

এই সনদের বর্ণনাকারীরা সকলেই নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)। তবে একটি বিষয় হলো—আবু ইসহাক, অর্থাৎ আবু ইসহাক আস-সাবী‘ঈ, ‘মুদাল্লিস’ ছিলেন এবং জীবনের শেষদিকে তাঁর স্মৃতিশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন বা বিদ্রান্তি দেখা দিয়েছিল।

আর পূর্ববর্তী সনদটিকে তিনি মুনকাতি‘ (বিচ্ছিন্ন সনদ) বলেছেন মূলত সেখানে “আশইয়াখুল-হাই” (সেখানকার কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি) কথাটি উল্লেখ থাকার কারণে; অর্থাৎ ওই ব্যক্তিদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানা যায় না।

লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, এটিকে মুনকাতি‘ বলার বিষয়টি তাঁর নিজস্ব পরিভাষাগত ব্যবহার। তবে উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই অজ্ঞাত পরিচয় প্রবীণ ব্যক্তিদের উল্লেখ থাকলেও তা সনদের বিশুদ্ধতার ওপর আপত্তি সৃষ্টি করে না।

صحیح سنن ابی داود

الإمام الحافظ سليمان بن الأديب السجستاني
المتوفى سنة (٢٧٥هـ) رحمه الله تعالى

تأليف
الإمام الحديث الشيخ محمد بن أبي بكر الألباني
المتوفى سنة (١٤٢٠هـ) رحمه الله تعالى



صحاح سنة أبي بكر

الإمام الحافظ سليمان بن الأصبغ السجستاني
المتوفى سنة (٢٧٥هـ) رحمه الله تعالى

تأليف

الإمام المحدث الشيخ محمد بن أبي بكر الألباني
المتوفى سنة (١٤٢٠هـ) رحمه الله تعالى

وهو الكتاب (الأم) - كما سماه مؤلفه الشيخ رحمه الله - والذي خرج فيه أحاديث
طويلة، وتكلم علو أمانيه ورحاله مفضل، تعدد الأوتار وتجرباً، تصحيحاً وضعيفاً،
وعلى النحو الذي انتهجه - رحمه الله - في «السلسلة» «الصحيفة» و«الضعيفة»

(٦)

المجلد السادس

١٥٣٨ - ١٩٣٢

كتاب

(الناسك - النكاح - الطلاق)



للتنوير والنشر والدعوة والإعلان

وقد أخرجه البيهقي (١٤٤/٢) من طريق أبي نعيم عن الأعمش : ثنا معاوية ابن قُرَّة - بواسط - عن أشياخ الحي قال :

صلى عثمان الظهر بمنى أربعاً ، فبلغ ذلك عبد الله ، فعاب عليه ، ثم صلى بأصحابه في رَحْلِهِ العصرَ أربعاً . فقليل (الأصل : فقلت) له : عِبْتَ على عثمان وصليت أربعاً؟! قال : إني أكره الخلاف . وقال :

« وقد روي ذلك بإسناد موصول . . . » ؛ ثم ساقه من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال :

كنا مع عبد الله بن مسعود بجَمْع ، فلما دخل مسجد منى ؛ سأل : كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا : أربعاً . فصلى أربعاً . قال : فقلنا : ألم تحدثنا أن النبي ﷺ صلى ركعتين ، وأبا بكر صلى ركعتين؟! فقال : بلى ، وأنا أحدثكموه الآن ، ولكن عثمان كان إماماً ، فما أخالفه ، والخلاف شرٌّ .

ورجال هذا ثقات ؛ لولا أن أبا إسحاق - هو السَّبَّيْعِيُّ - مدلس مختلط .

أما حكمه على السند الذي قبله بأنه منقطع ؛ فلجهالة الأشياخ ، وهذا اصطلاح خاص له ! ولا يقدح ذلك في صحة الإسناد ؛ لما ذكرته في الأعلى .

وفي الباب عن ابن عمر قال : صلى النبي ﷺ بمنى صلاة المسافر ، وأبو بكر وعمر وعثمان ثمانين سنين - أو قال : ست سنين - .

أخرجه مسلم (١٤٦/٢) ، وأحمد (٤٥/٢) . . . بلفظ : ست سنين من إمرته ، ثم صلى أربعاً .

وظاهر هذا الحديث وحديث الباب : أن عثمان رضي الله عنه كان يُتِمُّ في منى أيام الحج .

PDF লিংকঃ

<https://share.google/CO7vLIKIVvLFyNC3>

■আনসাব আল আশরাফ,খন্ডঃ৬,পৃঃ১৫০।

লেখকঃ ইমাম বালাদুরী

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من خلافته، ثم أتمها أربعاً فتكلم الناس في ذلك فأكثرُوا، وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع .

মুহাম্মদ ইবনু সাদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল-ওয়াকিদীর সূত্রে, তিনি মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ থেকে, তিনি মুহরী থেকে, তিনি সালিম ইবনু আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

আমি রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে মিনায় দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। আবু বকর, উমর এবং উসমানের খেলাফতের প্রথম অংশেও তাঁর সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছি। এরপর উসমান তা পূর্ণ করে চার রাকাত আদায় করতে শুরু করেন। এ নিয়ে লোকজন অনেক আলোচনা-সমালোচনা করল। তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার জন্যও বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি ফিরে আসেননি।

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive <https://share.google/Ce2blW8i7photkFo3>

■আল মুহাল্লা ইবনে হাজম,খন্ডঃ৩,পৃঃ১৯১।

লেখকঃ ইবনে হাজম

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : اعتل عثمان وهو بمنى فأتى علي فقبل له : صل بالناس ؟ فقال : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله ﷺ يعني ركعتين قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان - : أربعاً فأبي عثمان .

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা (রহ.)-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি জাফর ইবনু মুহাম্মদ থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

উসমান মিনায় অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আলী সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে বলা হলো, “আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করাবেন?”

আলী বললেন, “তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ -ﷺএর সালাত আদায় করাব।” অর্থাৎ, তিনি দুই রাকাত সালাত আদায় করানোর কথা বোঝালেন।

তখন তারা বলল, “না, আমরা আমীরুল মুমিনীনের সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত চাই না।” এখানে আমীরুল মুমিনীন বলতে তারা উসমানকেই বোঝাচ্ছিল। অর্থাৎ, তারা চার রাকাত সালাতই চেয়েছিল।

এরপর উসমান তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

PDF লিংক:

<https://share.google/zrARX55KK139fHwMX>

■ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড:৭, পৃ:২৯২।

লেখক: ইবনে কাসির

الصلاة عامه هذا ، فأذكر ذلك عليه غير واحد من الصحابة ، كعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ، حتى قال ابن مسعود ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله ، فروى ابن جرير

তিনি সে বছর নামাজ পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেন। তাঁর এ কাজের প্রতি একাধিক সাহাবি আপত্তি জানান; তাঁদের মধ্যে ছিলেন আলী, আবদুর রহমান ইবন আওফ এবং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ। এমনকি ইবন মাসউদ বলেছিলেন:

“চার রাকাতের মধ্যে আমার ভাগ্যে যদি দুটি রাকাতও কবুল হওয়া নিশ্চিত হতো, তবে সেটিই আমার জন্য যথেষ্ট হতো।”

আবদুর রহমান ইবন আওফও উসমানের এই কাজ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক করেছিলেন। এ বিষয়ে ইবন জারীর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

PDF লিংক:

<https://share.google/jhXX2wKLIFLW0lcN1>

□ উসমান ইবনে আফফানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আসছে সেই অভিযোগকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য মিথ্যা বুলি দিয়ে যখন আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ গুলাম হাকীম দেহলভী জবাব দিচ্ছে দেখুন 😊

كِتَابُ مُحَمَّدٍ
مِنْ
أَنْسَابِ الْأَشْرَافِ

صَنَّفَهُ

الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ

الْبَلَاذِرِيُّ

الْمُتَوَفَّى ٢٧٩ هـ / ٨٩٢ م

الْجُزْءُ السَّادِسُ

بَنُو أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ

حَقَّقَهُ وَقَدَّمَ لَهُ

الدُّكْتُورُ رِیاضُ زُرْكَانِي

الأستاذ الدكتور سهيل زنگار

بِإِشْرَافِ

مَكْتَبِ الْبَحْوثِ وَالذِّرَاسَاتِ

فِي

دَارِ الْفِكْرِ

لِلطَّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالْعَوْدِيَةِ

وحدثني مصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِي عن مالك بن أنس عن الزهري قال: وسَّع عثمانُ مسجدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فأنفق عليه من ماله عشرة آلاف درهم، فقال الناس: يوسِّع مسجدَ رسول الله ويغترُّ سُنَّتَه.

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: صَلَّيتُ مع رسول الله ﷺ بِمَنَى رَكَعَتَيْنِ، ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من خلافته، ثم أتمَّها أربعاً فتكلَّم الناس في ذلك فأكثرُوا، وسئل أن يرجع عن ذلك فلم يرجع.

قال الواقدي: بلغنا أنَّ عبد الرحمن بن عوف قال له: أَلَمْ تُصَلِّ مع رسول الله ﷺ بهذا المكان رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيتُ في خلافتك كذلك؟ قال: بلى، قال: فما هذا؟ قال: إِنِّي أَخْبَرْتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنَّ بَعْضَ حَجَّاجِ الْيَمَنِ وَجُفَاةَ النَّاسِ قَالُوا فِي عَامِنَا هَذَا: إِنَّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَإِنَّ إِمَامَنَا عَثْمَانَ قَدْ اتَّخَذَ بِمَكَّةَ أَهْلًا فَهُوَ كَالْمُقِيمِ وَقَدْ صَلَّيْتُ اثْنَتَيْنِ فَرَأَيْتُ أَنَّ أَصْلِي أَرْبَعًا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ زَوْجَتُكَ بِالْمَدِينَةِ تَقْدُمُ بِهَا إِذَا شِئْتَ وَتَخْرُجُهَا إِذَا أَرَدْتَ، فَعَظُمَ إِنكَارُ النَّاسِ لَذَلِكَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحُجَّةُ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، وَكَانَ أَوَّلَ فِسْطَاطٍ ضَرَبَ بِمَنَى فِسْطَاطٌ ضُرِبَ لَهُ.

وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن السائب بن يزيد قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِلصَّلَاةِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِي صَدْرِ مَنْ أَيَّامِ عَثْمَانَ، ثُمَّ إِنَّ عَثْمَانَ نَادَى النَّدَاءَ الثَّالِثَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ وَقَالُوا بَدْعًا.

المَحَلِّي بِالْأَثَارِ

تصنيف
الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
تحقيق
الدكتور عبد القادر سليمان البنداري

مستوفى
من رتبة أستاذ
تدريس في جامعة
دار الكتب العلمية
ببيروت - لبنان

المَحَلِّي بِالْأَثَارِ

تصنيف
الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

تحقيق
الدكتور عبد القادر سليمان البنداري

الجزء الثالث
الصلاة، الجنائز، الاعتكاف

مستوفى
مختار
لتدريس في جامعة
دار الكتب العلمية
ببيروت - لبنان

فقال: « سمعت أن رسول الله ﷺ كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين » فصل إن شئت أودع؟

ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري: ثنا أبو التياح عن مورك العجلي عن صفوان بن محرز قلت لابن عمر: حدثني عن صلاة السفر، قال: أتخشى أن تكذب علي، قلت: لا، قال: ركعتان، من خالف السنة كفر؟

ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا مروان بن معاوية - هو الفزاري - ثنا حميد بن علي العقيلي عن الضحاك بن مزاحم قال: قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين.

ومن طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: اعتل عثمان وهو بمنى فأتى علي فقبل له: صل بالناس؟ فقال: إن شئت صليت لكم صلاة رسول الله ﷺ يعني ركعتين قالوا: لا، إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان -: أربعاً فأبى عثمان.

وهكذا عمن بعدهم: روي عن عمر بن عبد العزيز؛ وقد ذكره الإمام في السفر لمن شاء، فقال لا: الصلاة في السفر ركعتان حتماً لا يصح غيرهما.

فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة؟ وأما المالكيون، والحنفيون فقد تناقضوا ههنا أقبح تناقض؛ لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته قالوا: هو أعلم بما روى، ولا يجوز أن يظن به أنه خالف رسول الله ﷺ إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى.

وههنا أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها؛ وقالوا بأقبح ما يشنعون به على غيرهم؛ فرأوا أن عثمان، وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتها، إما أبداً وإما في الوقت؟

قال علي: وأما قولنا في صلاة الخوف ركعة فلما حدثناه عبدالله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة، كلهم عن أبي عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين؛ وفي الخوف ركعة ».

الْبَيْدَاءُ وَالنِّهَايَةُ

تأليف
الإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير
٧١ - ٧٧٤ هـ
محققه وقرّج أحاديثه وعلّق عليه
مأمون محمد سعيد السخاوي محمد عبد القادر اللّناوط
رابعه
الشيخ عبد القادر اللّناوط دكتور بسار حورو معروف

دار ابن كثير

دمشق - بيروت

الْبَيْدَاءُ وَالنِّهَايَةُ

اخلاف الراشدين

١١ هـ - ٤٠ هـ

تأليف
الإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير
٧١ - ٧٧٤ هـ

محققه وقرّج أحاديثه وعلّق عليه
د. رياض بن عبد الحميد د. محمد حسن عبد

رابعه

دكتور بسار حورو معروف

الشيخ عبد القادر اللّناوط

الجزء السابع

دار ابن كثير

دمشق - بيروت

وفيها وسَّع عثمانُ بن عفان مسجدَ النبي ﷺ ، وبناه بالقَصَّة^(١) - وهي الكلس - كان يؤتى به من بطن نخل^(٢) ، والحجارة المنقوشة ، وجعل عمده حجارةً مرصعةً ، وسقفه بالساج ، وجعل طوله ستين ومئة ذراع ، وعرضه خمسين ومئة ذراع ، وجعل أبوابه ستة ، على ما كانت (عليه) في زمان عمر بن الخطاب ، ابتداءً ببناءه في ربيع الأول منها .

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان ، وضرب له بمنى فسطاطاً ، فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى ، وأتمَّ الصلاة عامه هذا ، فأنكر ذلك عليه غيرُ واحد من الصحابة ، كعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ، حتى قال ابن مسعود لَيْتَ حظِّي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله ، فروى ابن جرير^(٣) أنه قال : تأهلت بمكة ؟ فقال له : ولك أهل بالمدينة .

وبين الطائف مسيرة ثلاث ، فقال : وإن طائفة من أهل اليمن قالوا : إن الصلاة بالحضر ركعتان فربما رأوني أصلي ركعتين فيحتجون بي ، فقال له : قد كان رسول الله ﷺ ينزل عليه الوحي (والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل) ، وكان يصلي هاهنا ركعتين ، وكان أبو بكر يصلي هاهنا ركعتين ، وكذلك عمر بن الخطاب ، وصليت أنت ركعتين صدرأ من إمارتك ، قال فسكت عثمان ثم قال : إنما هو رأي رأيته .

سنة ثلاثين من الهجرة النبوية

فيها افتتح سعيدُ بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني ، وقال : هو أول من غزاها . وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على ألا يغزوها ، على مالٍ بذله له أصهبذها ، فالله أعلم . فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين ، والعبادلة الأربعة ، وحذيفة بن اليمان ، في خلق من الصحابة فسار بهم فمرَّ على بلدانٍ شتَّى يصالحونه على أموال جزيلة ، حتى انتهى إلى بلد معاملة جُرْجان ، فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف ، فسأل حذيفة : كيف صلى رسول الله ﷺ ؟ فأخبره فصلى كما أخبره ، ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان ، فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلاً واحداً ، ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلاً واحداً ، وحوى ما كان في الحصن^(٤) . فأصاب رجل من بني نهد سقطاً مقفولاً فاستدعى به سعيد ؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء

(١) القَصَّة والقَصَّة والقَصَص : الجص . اللسان (فصوص) .

(٢) في أ : نخلة . وبطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ، بينهما الطرف على الطريق ، وهو بعد أبرق الغزاف للقاصد إلى مكة . معجم البلدان (٤٤٩ / ١) .

(٣) في تاريخه (٢٦٨ / ٤) .

(٤) في أ : ما كان فيه .

■ মুখতাসার আত-তুহফাতুল ইসনা আশারিয়াহ, পৃঃ ২৬৫।

লেখক: আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ গুলাম হাকীম দেহলভী।

ومنها أن عثمان غير سنة رسول الله ﷺ لأنه صلى أربع ركعات في منى مع أنه كان يقصر صلاته الرباعية في سفره دائماً وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة ذلك الفعل . والجواب أن عثمان ما كان إذ ذلك مسافراً لأنه تزوج في مكة وتبوا منزلاً فيها وأقام في تلك القمة المباركة) ، ولما اطلع الأصحاب على حقيقة المحال زال عنهم الإنكار والإشكال .

ومنها أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضي بيت المال وأتلف حقوق المسلمين ، والجواب أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي المرات ، ومن يحيى الموات فعلى له قوله هـ موتان الأرض الله ولرسوله فمن أحيا منها شيئاً فهو له ، ولم يهب لأحد أرضاً معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ

এগুলোর মধ্যে একটি অভিযোগ হলো—উসমান রাসূলুল্লাহ -এর সুন্নাহ পরিবর্তন করেছিলেন। কারণ, তিনি মিনায় চার রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন; অথচ সফরে তিনি সর্বদা চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত কসর করে আদায় করতেন। এ কারণে একদল সাহাবি তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন।

এর জবাব হলো—সেই সময় উসমান মুসাফির ছিলেন না। কারণ, তিনি মক্কায় বিবাহ করেছিলেন, সেখানে একটি বাসস্থানও গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই বরকতময় অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর সাহাবিগণ যখন ঘটনার প্রকৃত বাস্তবতা জানতে পারলেন, তখন তাঁদের আপত্তি ও সংশয় দূর হয়ে যায়।

আরেকটি অভিযোগ হলো—উসমান তাঁর সঙ্গী-সাথী ও বন্ধুদেরকে বাইতুল মালের বহু জমি দান করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকার নষ্ট করেছিলেন।

এর জবাব হলো—তিনি তাদেরকে অনাবাদী ও পতিত জমি আবাদ করার অনুমতি দিতেন। আর যে ব্যক্তি মৃত বা পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলে, সেই জমি তারই প্রাপ্য। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে: “পৃথিবীর অনাবাদী জমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারভুক্ত; অতঃপর যে ব্যক্তি এর কোনো অংশ আবাদ করে, সেটি তারই হয়ে যায়।”

তিনি কাউকে কোনো আবাদকৃত বা চাষাবাদকৃত জমি দান করেননি—ইতিহাস থেকে এ বিষয়টি জানা যায়।

PDF লিংক:

Source: المكتبة الوقفية <https://share.google/gnqQnHC5jjSi3M4Nt>

□ আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ গুলাম হাকীম দেহলভীর জবাব খন্ডন করি আসুন

مختصر

التحفة الالمانية عشرية

ألف أصله باللغة الفارسية علامة الهند
شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي
ابن الإمام المجدد شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي

نقله من الفارسية الى العربية سنة ١٢٩٧
الشيخ الحافظ غلام محمد بن محمد بن علي الدين عن سراجي

اختصره وهذبه سنة ١٣٠١ علامة العراق
السيد محمود شكرى زلوى

حققه وعلق حواشيه
محمد الدين الخطيب

المكتبة السلفية
القاهرة



مختصر

التحفة الالمانية عشرية

ألف أصله باللغة الفارسية علامة الهند
شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي
ابن الإمام المجدد شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي

نقله من الفارسية الى العربية سنة ١٢٩٧
الشيخ الحافظ غلام محمد بن محمد بن علي الدين عن سراجي

اختصره وهذبه سنة ١٣٠١ علامة العراق
السيد محمود شكرى زلوى

خطه وعلق حواشيه
محمد الدين الخطيب

للإمامة . والجواب أن القصاص لم يثبت في تلك الصور ، لأن وريثة الهرمزان لم يكونوا في المدينة بل كانوا في فارس ، ولما أرسل عليهم عثمان لم يحضروا المدينة خوفاً كما ذكر ذلك المرتضى في بعض كتبه^(١) . وشرط القصاص حضور جميع وريثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية ، فلم يبق إلا الدية ، وقد أعطاهما من بيت المال لا من القاتل ، ولأن بنت أبي لؤلؤة كانت محوسية وجفينة كان نصرانياً وقد قال ﷺ « لا يقتل مسلم بكافر » وهذا ثابت عندهم ، على أنه لو اقتص عثمان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بني تيم وبني عدى كانوا مانعين من القتل ، وكانوا يقولون لو اقتص عثمان من عبيد الله لحاربناه ، ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بني سهم فقال : أيقتل أمير المؤمنين أمس ويقتل ابنه اليوم ؟ لا والله لا يكون هذا أبداً ، وهذا كما ثبت عندهم من أن الأمير لم يقتص من قتلة

ومنها أن عثمان غير سنة رسول الله ﷺ لأنه صلى أربع ركعات في منى مع أنه ﷺ كان يقصر صلاته الرباعية في سفره دائماً وقد أنكر عليه جماعة من الصحابة ذلك الفعل . والجواب أن عثمان ما كان إذ ذك مسافراً لأنه تزوج في مكة وتبوا منزلاً فيها وأقام في تلك البقعة المباركة^(٢) ، ولما اطلع الأصحاب على حقيقة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال .

ومنها أن عثمان قد وهب لأصحابه ورفقائه كثيراً من أراضي بيت المال وأتلف حقوق المسلمين . والجواب أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي الموات ، ومن يحيى الموات فهي له لقوله ﷺ « موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيا منها شيئاً فهو له » ولم يهب لأحد أرضاً معمورة مزروعة كما يعلم ذلك من التاريخ^(٣) .

- (١) في رواية للطبري في تاريخه (٥ : ٤٣ — ٤٤) عن سيف بن عمر عن أشياخه أن القهاذباذ بن الهرمزان دعاه عثمان وأمكنه من عبيد الله فقال القهاذباذ « تركته لله ولكم » . وانظر تفاصيل ذلك في التعليقات على (العواصم من القواصم) ص ١٠٦ — ١٠٨ .
- (٢) انظر تفاصيل ذلك في تعليقات (العواصم من القواصم) ص ٧٨ — ٨٠ .
- (٣) قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي خيفة في كتاب (الخراج) ص ٦١ طبع المطبعة السلفية : وقد أقطع رسول الله ﷺ وتأنف على الإسلام أقواماً ، وأقطع الخلفاء =

■ফাতহুল বারী শারাহ সহীহ আল বুখারী,খন্ড:২,পৃ:৫৭০।

লেখক: ইবনে হাজার আসকালানি (৭৭৩-৮৫২হিঃ)

قوله (تأولت ما تأول عثمان عثمان .) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم أتم ! لكونه تأهل بمكة ، أو لأنه أمير أميرا المؤمنين وكل موضع موضع له دار ، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة ، أو لأنه استجد له أرضا بمنى ، أو أو) لأنه كان يسبق الناس إلى مكة ، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها ، ويرد الأول أن النبي ﷺ كان يسافر بزوجاته وقصر ، والثاني أن الذي كان أولى بذلك ، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام

(ইবনে হাজার আসকালানি) : “আয়েশা (রা.) উসমান (রা.) যে ব্যাখ্যার ভিত্তিতে পূর্ণ সালাত আদায় করেছিলেন, তিনিও সেই একই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন।”

এ বক্তব্যের মধ্যে তাদের মতের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা ধারণা করেছে যে, উসমান (রা.) মক্কায় চার রাকাত পূর্ণ সালাত আদায় করেছিলেন এই কারণে যে-তিনি সেখানে পরিবারসহ বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন; অথবা তিনি ছিলেন আমিরুল মুমিনীন, আর আমিরুল মুমিনীনের জন্য প্রত্যেক স্থানই যেন তাঁর নিজস্ব আবাসস্থল; অথবা তিনি মক্কায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করার ইচ্ছা করেছিলেন; অথবা মিনায় তিনি নতুন কোনো জমি বা সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন; কিংবা তিনি মানুষের আগে আগে মক্কায় পৌঁছে যেতেন।

কারণ, এসব কারণের কোনোটিই আয়েশা (রা.)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু, এসবের অধিকাংশের পক্ষেই কোনো দলিল নেই; বরং এগুলো কেবল যারা এসব মত প্রকাশ করেছে, তাদের অনুমানমাত্র।

প্রথম কারণটির জবাব হলো: নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সফর করতেন, তবুও তিনি সালাত কসর করতেন।

দ্বিতীয় কারণটির জবাব হলো: এ যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে এ ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি অধিকারী ছিলেন নবী ﷺ নিজেই।

তৃতীয় কারণটির জবাব হলো: মুহাজিরদের জন্য মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা নিষিদ্ধ ছিল।

PDF লিংক:

Source: المكتبة الوقفية <https://share.google/S2dygcBO8ES4N6eJ1>

■আল-আওয়াসিম মিনাল-কাওয়াসিম,পৃ:৯০।

লেখক:কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আল-মালিকী (৪৬৮-৫৪৩হিঃ)

وأما ترك القصر : فاجتهاد ، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر ، وفعلوا ذلك في منازلهم ، فرأى أن السنة ربما أدت الى اسقاط الفريضة ، فتركها [مصلحة] (٩٨) خوف الذريعة (٩٩) . مع أن جماعة من العلماء

“আর কসর নামাজ পরিত্যাগ করার বিষয়টি ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, লোকেরা কসর নামাজের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে পড়েছে এবং নিজেদের ঘরবাড়িতেও কসর নামাজ আদায় করতে শুরু করেছে। ফলে তিনি আশঙ্কা করলেন যে, সুন্নাহ অনুসরণ করতে গিয়ে হয়তো ফরজ নামাজই বাদ পড়ে যেতে পারে। তাই তিনি ‘মাসলাহাত’ বা জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে এবং এই আশঙ্কার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কসর পরিত্যাগ করেছিলেন। যদিও একদল আলেম...”

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/lcwWWcEaGoghDX1Bh>

■ যাদুল মা‘আদ ফী হাদই খাইরিল ‘ইবাদ, পৃঃ ৪৫১-৪৫৩।

লেখকঃ ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১) [আহালে হাদীস]

■ পৃঃ ৪৫১।

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة، فأراد أن يُعلمهم أن فرض الصلاة أربع، لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي، فكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا، فلم يُربع بهم النبي .

التأويل الثاني: أنه كان إماماً للناس، والإمام حيث نزل، فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه، ورُدَّ هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ﷺ كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يُربع .

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله، بل كانت فضاء، ولهذا قيل

প্রথম ব্যাখ্যা: সে বছর কিছু বেদুঈন আরব হজে এসেছিল। তাই তিনি তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ফরজ সালাত চার রাকাত; যাতে তারা এমন ধারণা না করে যে, সফর ও নিজ আবাস-উভয় অবস্থাতেই সালাত দুই রাকাত।

তবে এই ব্যাখ্যার জবাবে বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ এর হজের সময় তাদের এ ধারণা হওয়ার আশঙ্কা আরও বেশি ছিল। কারণ, তারা তখন সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সালাত সম্পর্কে তাদের পরিচিতিও ছিল অল্পদিনের। তা সত্ত্বেও নবী ﷺ তাদের নিয়ে চার রাকাত সালাত আদায় করেননি।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: তিনি ছিলেন জনগণের ইমাম বা শাসক। আর ইমাম যেখানে অবস্থান করেন, সেটিই তাঁর কর্মস্থল ও শাসনাধীন এলাকার কেন্দ্র। ফলে সেটিকে যেন তাঁর নিজ আবাসভূমির মতো গণ্য করা যায়।

কিন্তু এই ব্যাখ্যারও জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ ইমাম তো ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। তিনিই ছিলেন সর্বজনীন ইমাম; অথচ তিনি সেখানে চার রাকাত সালাত আদায় করেননি।

তৃতীয় ব্যাখ্যা: উসমান (রাঃ)-এর যুগে মিনায় অনেক ঘরবাড়ি নির্মিত হয়েছিল এবং তা একটি জনবসতিপূর্ণ গ্রামে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এমন ছিল না; বরং তখন মিনা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। এ কারণেই বলা হয়েছে—

▪ পৃঃ ৪৫২।

له : يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتاً يُظَلُّكَ من الحر؟ فقال: لا. منى مُنَاخٌ مَنْ سَبَقَ (١). فتأول عثمان أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي ﷺ أقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة.

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثاً، وقد قال النبي ﷺ: يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ فَضَاءٍ نُسْكِهِ ثَلَاثًا (٢) فسماه مقيماً، والمقيم غير مسافر، وَرُدَّ هذا التأويل بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر، وقد أقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة.

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمان ليقم بها، وقد منع النبي ﷺ من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك الله، فإنه لا يُعاد فيه، ولا يسترجع، ولهذا منع النبي ﷺ من شراء المتصدق لصدقته، وقال العمر: لا

তাকে বলা হয়েছিল, “হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর নির্মাণ করব না, যা আপনাকে গরম থেকে ছায়া দেবে?” তিনি বললেন, “না। মিনা হলো সেই ব্যক্তির অবস্থানস্থল, যে আগে সেখানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করে।”

অতঃপর উসমান (রাঃ) এভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, কসর করা কেবল সফর অবস্থায়ই হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাখ্যার জবাবে বলা হয়েছে, নবী ﷺ মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং তখনও তিনি কসর সালাত আদায় করেছিলেন।

চতুর্থ ব্যাখ্যা: তিনি মিনায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। আর নবী ﷺ বলেছেন: “মুহাজির ব্যক্তি তার হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর তিন দিন অবস্থান করবে।” এখানে নবী ﷺ তাকে অবস্থানকারী বলেছেন। আর যে অবস্থানকারী, সে তো আর মুসাফির নয়।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার জবাবে বলা হয়েছে যে, এটি সফরের মধ্যবর্তী একটি সীমাবদ্ধ বা সাময়িক অবস্থান; এটি সেই স্থায়ী অবস্থান নয়, যা সফরের বিপরীত অবস্থা হিসেবে গণ্য হয়। কারণ, নবী ﷺ মক্কায় দশ দিন অবস্থান করেও কসর সালাত আদায় করেছেন। আবার হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর মিনায় আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন অবস্থান করেও তিনি কসর সালাত আদায় করেছেন।

পঞ্চম ব্যাখ্যা: উসমান (রাঃ) নাকি মিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার এবং সেটিকে খেলাফতের রাজধানী বা কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। এ কারণেই তিনি পূর্ণ চার রাকাত সালাত আদায় করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তন হয় এবং তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিও খুব শক্তিশালী নয়। কারণ, উসমান (রাঃ) ছিলেন প্রথম যুগের মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। আর মুহাজিরদের জন্য হজের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; তাদেরকে সেখানে মাত্র তিন দিন থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অতএব, উসমান (রাঃ)-এর পক্ষে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার প্রশ্নই ওঠে না; কারণ নবী ﷺ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন।

তাদেরকে কেবল তিন দিন থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এর কারণ হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। আর যা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্যাগ করা হয়, তা পুনরায় ফিরে নেওয়া বা পুনরুদ্ধার করা উচিত নয়।

এ কারণেই নবী ﷺ কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের দানকৃত সদকা পুনরায় কিনে নেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

▪পৃঃ৪৫৩।

تَشْتَرُهَا، وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ (١). فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن.

التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتم ويروى في ذلك حديث مرفوع، عن النبي ﷺ فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن ابن أبي ذباب، عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا أيها الناس! لما قدمت تأهلت بها، وإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تأهل الرجل ببذلة، فإنه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (٢) وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده» أيضاً، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم قال أبو البركات ابن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج، لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان.

নবী ﷺ বলেছেন

“তুমি তা কিনবে না এবং তোমার দানকৃত সদকার ব্যাপারে পুনরায় ফিরে যেয়ো না।”

অতএব, মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করলেও নবী ﷺ তাকে নিজের সদকার দিকে পুনরায় ফিরে যাওয়া হিসেবেই গণ্য করেছেন।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা: উসমান (রাঃ) মিনায় বিবাহ করেছিলেন। আর কোনো মুসাফির যদি কোনো স্থানে অবস্থান করে সেখানে বিবাহ করে, অথবা সেখানে তার স্ত্রী থাকে, তাহলে সে পূর্ণ সালাত আদায় করবে।

এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে একটি মারফু হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। ইকরিমা ইবনু ইবরাহীম আল-আযদী, ইবনু আবি মিবাব থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাঃ) মিনাবাসীদের নিয়ে চার রাকাত সালাত আদায় করেন এবং বলেন:

“হে লোকসকল! আমি যখন এখানে আগমন করেছি, তখন এখানে বিবাহ করেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ -ﷺ কে বলতে শুনেছি: ‘কোনো ব্যক্তি যখন কোনো শহর বা জনপদে বিবাহ করে, তখন সে সেখানে মুকিম ব্যক্তির মতো পূর্ণ সালাত আদায় করবে।’”

এ হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদে এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল-হুমাইদীও তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম বাইহাকী (রহ.) এ হাদিসটির সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে এবং ইকরিমা ইবনু ইবরাহীমকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদিসটির সমালোচনা করেছেন।

আবুল বারাকাত ইবনু তাইমিয়্যা বলেন, তাঁর দুর্বলতার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কারণ, ইমাম বুখারী তাঁকে তাঁর তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে কোনো আপত্তি বা সমালোচনা করেননি। অথচ বুখারীর অভ্যাস ছিল দুর্বল বা সমালোচিত রাবীদের ব্যাপারেও আলোচনা করা।

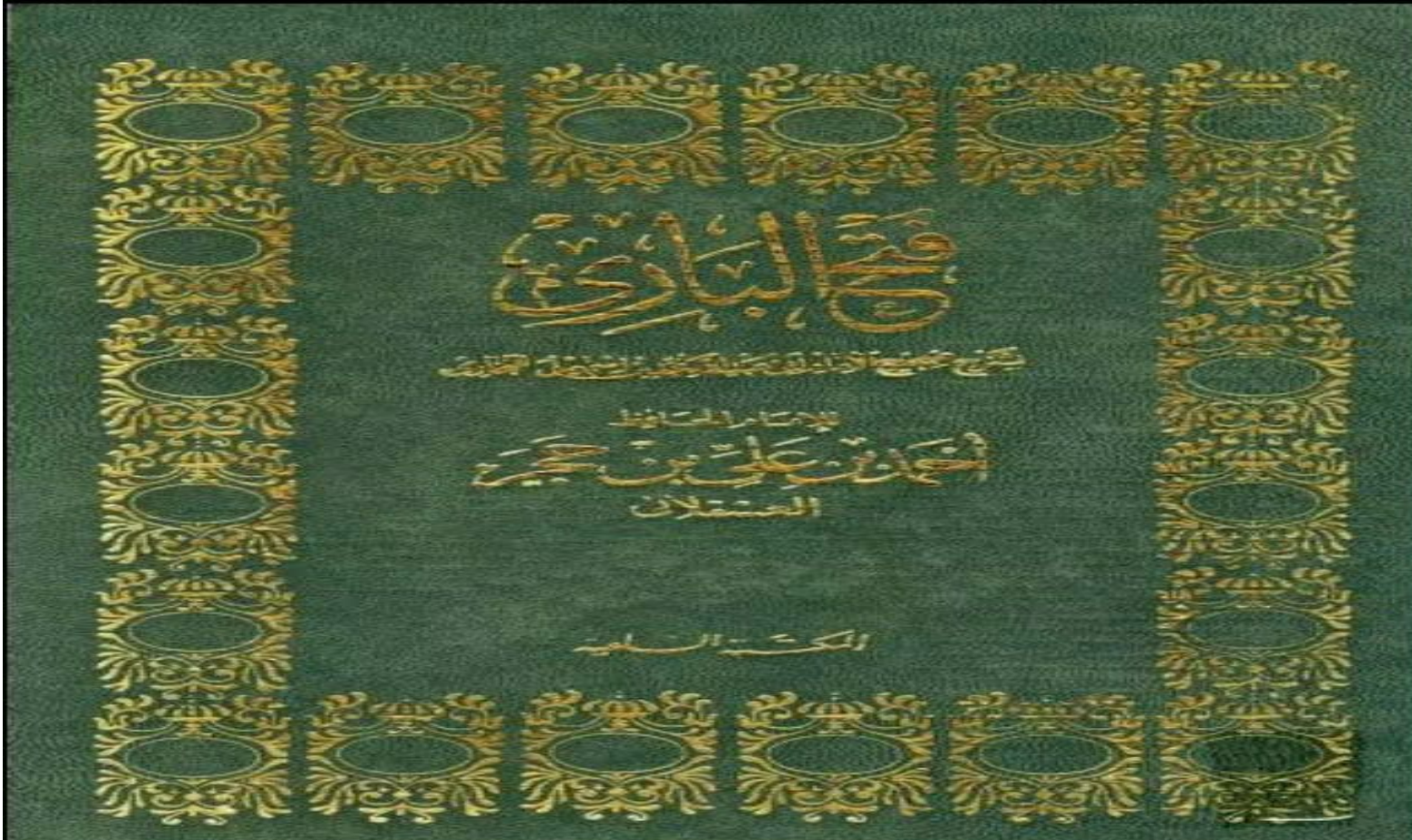
এছাড়া ইমাম আহমদ ও ইবনু আব্বাস-তাঁদের থেকেও পূর্বে-এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো মুসাফির যদি সফরস্থলে বিবাহ করে, তাহলে তার জন্য পূর্ণ সালাত আদায় করা আবশ্যিক হবে।

এটি ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক এবং তাঁদের অনুসারীদেরও মত।

আর উসমান (রাঃ)-এর মিনায় চার রাকাত সালাত আদায়ের ব্যাপারে যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে এটিকেই সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা বলা হয়েছে।

PDF লিংক:

Source: Internet Archive <https://share.google/XS6xLcladtOsdQazw>



فَتْحُ الْبَارِي

بِشْرَحِ صَاحِبِ الْإِيمَانِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ

لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ

أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجْرٍ

الْعَسْقَلَانِيِّ

٧٧٣ - ٨٥٢

الْمَجْزُءُ الثَّانِي

قُرَأَ أَمْلَهُ تَصْحِيحًا وَتَحْقِيقًا
وَأَشْرَفَ عَلَى مَقَابَلَةِ نَسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ وَالْمَخْضُوطَةِ

عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَارٍ

الْأَسَازُ بِكَلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ بِالرِّيَاسِ

وَقَدْ كَتَبَهُ وَأَجَابَهُ وَأَحَدَيْتَهُ
أَسْعَى اطْرَافَهُ وَنَبِهَ عَلَى أَرْغَافِهَا فِي كُلِّ حَدِيثٍ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَارٍ

الْمَكْتَبَةُ السَّلَفِيَّةُ

من طريق يزيد بن هارون عن وقاه بن اياس بلفظ «خرجنا مع علي متوجهين ههنا - وأشار بيده إلى الشام - فصلى ركعتين ركعتين ، حتى إذا رجعنا وأظفنا إلى الكوفة حضرت الصلاة قالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة ، أتم الصلاة . قال : لا ، حتى ندخلها ، وفهم ابن بطلال من قوله في التعليق « لا ، حتى ندخلها » ، أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة ، قال لأنه لو صلى فقصر ساخ له ذلك ، لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت اه . وقد تبين من سياق أثر على أن الأمر على خلاف ما فهمه ابن بطلال ، وأن المراد بقولهم « هذه الكوفة » ، أي فاتم الصلاة ، فقال « لا ، حتى ندخلها » ، أي لا تزال تقصر حتى ندخلها ، فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين . قوله في حديث أنس (صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعاً وبذى الحليفة ركعتين) في رواية الكشميهني « والعصر بذى الحليفة ركعتين ، وهي ثابتة في رواية مسلم ، وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج ، واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذى الحليفة ستة أميال ، وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة فاتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع ، ومناسبة أثر على الحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضرة ، وكونه ﷺ لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزل ولم يحضر قبله وقت صلاة ، ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر ، فحيث وجد السفر شرع القصر ، وحيث وجد الحضر شرع الإتمام . واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد خلافاً لما قال من السلف يقصر ولو في بيته ، وفيه حجة على مجاهد في قوله : لا يقصر حتى يدخل الليل . قوله في حديث عائشة (الصلاة أول ما فرضت) في رواية الكشميهني « الصلوات ، بصيغة الجمع ، وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان ، ويجوز النصب على أنه ظرف أي في أول . قوله (ركعتين) في رواية كريمة « ركعتين ركعتين » . قوله (فأقرت صلاة السفر) تقدم الكلام عليه في أول الصلاة ، واستدل بقوله « فرضت ركعتين » ، على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة ، ورداً بأنه معارض بقوله تعالى ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ﴾ ولأنه دال على أن الأصل الإتمام ، ومنهم من حمل قول عائشة « فرضت » ، أي قدرت . وقال الطبري : معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه ، ومن أدل دليلاً على تعيين تأمل حديث عائشة هذا كذا كانت في الأصل في الحديث « تأمل » أو « تأمل » .

قوله (تأملت ما تأول عثمان) هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة ، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار ، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة ، أو لأنه استجد له أرضاً بمكة ، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة ، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون بمن قالها ، ويرد الأول أن النبي ﷺ كان يسافر بزوجه وفسر ، والثاني أن النبي ﷺ كان أولى بذلك ، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما أتت في كلام علي رضي الله عنه .

التخصيص في ذلك ، والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما صلى بمكة أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال : إني تأملت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول « من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم » ، فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع ، وفي روايته من لا يحتج به ، ويرده قول عروة : إن عائشة تأملت ما تأول عثمان ، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً . فدل على وهن ذلك الخبر . ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد

الإمام القاضى أبو بكر بن العسر المالكي

٤٦٨ - ٥٤٣

العواصم من القواصم

في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ

تحقق، وعلق عواصم
الشيخ محمد الدين الخطيب

خرج الحادي عشر، وعلق عليه
محمّد محمّد بن الاستنبولي

وثقة، وفرادى في تحقيقه، والعلق عليه
مركز السنة للبحث العلمي

مَشْهُورٌ أَفْكَرُ كَلْبِ شَيْبَانَ هَذَا لِصَاحِبِهِ شَرْفٍ وَحِجَارِي

٨ - وأما ترك القصر : فاجتهاد ، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر ، وفعلوا ذلك في منازلهم ، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة ، فتركها [مصلحة] ^(٩٨) خوف الذريعة ^(٩٩) . مع أن جماعة من العلماء

وسلم له وثائقه عليه وتخصيصه بإبنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة ومبايعته له عنه وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت أسناده ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بامر لا تعرف حقيقته . . . الخ » وانظر أيضاً ٣ : ٢٣٥ - ٢٣٦ من منهاج السنة . ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب (الإمامة والمفاضلة) المدرج في الجزء الرابع من كتابه « الفصل » ص ١٥٤ قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه : « ونفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكن حداً واجباً ، ولا شريعة على الثابت ، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي ، والتوبة مبسوطة ، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام ، وصارت الأرض كلها مباحة » . ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير البعني (المتوفى سنة ٨٤٠) في كتابه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (١ : ١٤١ - ١٤٢) قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المنشيع في كتابه سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في ذلك لعثمان .

قال ابن الوزير : أن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة . ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعاً عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم ، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهدين - بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المنشيع - لها دلالتها الخاصة ، بعد الذي سمعته من أئمة أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي ، ومن أئمة أهل الظاهر أبي محمد بن حزم . (خ)

(٩٨) ب ، ج ، ذ بدون هذه الكلمة ولكنها وجدت في « د » . (م)

(٩٩) كان ذلك في منى في موسم الحج سنة ٢٩ . وقد عاتب عبد الرحمن ابن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى ، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي : أن الصلاة للمقيم ركعتان ، وهذا أمامكم عثمان يصلي ركعتين . ثم قال عثمان لعبد الرحمن ابن عوف : وقد اتخذت بمكة أهلاً (أي أنه صار في حكم المقيم ، لا المسافر) ، فرأيت أن أصلي أربعاً لخوف ما أخاف على الناس . ثم خرج عبد الرحمن ابن عوف من

زَادُ الْمَعَادِ

في هدي خير العباد

لابن قيم الجوزية

محقق نصه ، وشرح إماميه ، ومحقق عليه

شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط

مؤسسة الرسالة

زَادُ الْمَعَادِ

في هدي خير العباد

لابن قيم الجوزية

الإمام المحدث الفقيه شهاب الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي
(٦٩١ - ٧٥١ هـ)

محقق نصه ، وشرح إماميه ، ومحقق عليه

شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط

الجزء الأول

مؤسسة الرسالة

وصليتُ مع أبي بكرٍ يميني ركعتين، وصليتُ مع عمر بن الخطاب يميني ركعتين، فليت حظي من أربع ركعاتٍ ركعتانِ متبئلتان. متفق عليه^(١). ولم يكن ابنُ مسعودٍ لِيسترجع من فعل عثمان أحدَ الجائزين المخيرَ بينهما، بل الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي ﷺ وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر.

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبتُ رسول الله ﷺ، فكان في السفر لا يزيد على ركعتين، وأبى بكر وعُمَر وعُثمان^(٢). يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحدَ الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات،

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُّوا تلك السنة، فأراد أن يُعلِّمهم أن فرضَ الصلاة أربع، لثلاث يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورُدَّ هذا التأويلُ بأنهم كانوا أخرى بذلك في حج النبي ﷺ، فكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهدُ بالصلاة قريبٌ، ومع هذا، فلم يُربِّع بهم النبي ﷺ.

التأويل الثاني: أنه كان إماماً للناس، والإمام حيث نزل، فهو عمله ومحل ولايته، فكانه وطنه، ورُدَّ هذا التأويلُ بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ﷺ كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يُربِّع.

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بُنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله ﷺ، بل كانت فضاءً، ولهذا قيل

(١) رواه البخاري ٤٦٥/٢ في التفسير: باب الصلاة يميني، ومسلم (٦٩٥) في تفسير الصلاة: باب قصر الصلاة يميني، والنسائي ١٢٠/٣ في تفسير الصلاة: باب الصلاة يميني.

(٢) رواه البخاري ٤٧٦/٢ في التفسير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة.

له: يا رسول الله ألا نبنى لك بمنى بيتاً يُظَلُّكَ مِنَ الْحَرِّ؟ فقال: «لَا. مِنِّي مُنَاجُ مَنْ سَبَقَ»^(١). فتأوَّل عثمانُ أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورُدَّ هذا التأويلُ بأن النبي ﷺ أقام بمكة عشرًا يقصُر الصلاة.

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثاً، وقد قال النبي ﷺ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا»^(٢) فسماء مقيماً، والمقيم غيرُ مسافر، ورُدَّ هذا التأويلُ بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر، وقد أقام ﷺ بمكة عشرًا يقصُر الصلاة، وأقام بمنى بعد نُسُكِهِ أَيَّامَ الْجِمَارِ الثلاث يقصُر الصلاة.

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى، واتخاذها دارَ الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، فإن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع ﷺ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسُكِهِمْ، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عثمانُ ليقيم بها، وقد منع النبي ﷺ من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم تركوها لله، وما تركَ الله، فإنه لا يُعاد فيه، ولا يُسترجع، ولهذا منع النبي ﷺ من شراء المتصدق لصدقته، وقال لعمر: «لا

(١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨٨١) فِي الْحَجِّ: بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ مَنِيَّ مُنَاجُ مَنْ سَبَقَ، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٠١٩) فِي الْمَنَاسِكِ: بَابُ تَحْرِيمِ حَرَمِ مَكَّةَ، وَابْنُ مَاجَهَ (٣٠٠٦) فِي الْمَنَاسِكِ: بَابُ النَّزُولِ بِمَنِيٍّ، وَالْحَاكِمُ (٤٦٦/١)، ٤٦٧، وَالدَّارِمِيُّ (٧٣/٢)، وَأَحْمَدُ (١٨٧/٦) وَ٢٠٧ كُلُّهُم مِّنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ يَوْسُفَ بْنِ مَاهُكَ، عَنْ أُمِّهِ مَسِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ لَيْنِ الْحَقْفَةِ، وَمَسِيكَةَ أُمِّ يَوْسُفَ لَا يَعْرِفُ حَالَهَا، وَلَا يَعْرِفُ رَوَى عَنْهَا غَيْرُ ابْنِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٨/٧) فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ، وَمُسْلِمٌ (١٣٥٢) فِي الْحَجِّ: بَابُ جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ.

تَشْتَرِيهَا، وَلَا تَعُدَّ فِي صَدَقَتِكَ»^(١). فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن.

التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع، وتزوج فيه، أو كان له به زوجة، أتم، ويُروى في ذلك حديث مرفوع، عن النبي ﷺ. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن ابن أبي ذباب، عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعاً وقال: يا أيُّها الناس! لما قَدِمْتُ تَأَهَّلْتُ بها، وإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا تَأَهَّلَ الرَّجُلُ بِبَلَدَةٍ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيُ بِهَا صَلَاةَ مُقِيمٍ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي «مُسْنَدِهِ»^(٢) وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» أَيْضاً، وَقَدْ أَعْلَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِانْقِطَاعِهِ، وَتَضْعِيفِهِ عَكْرَمَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَيُمْكِنُ الْمَطَالَبَةُ بِسَبَبِ الضَّعْفِ، فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَهُ فِي «تَارِيخِهِ» وَلَمْ يَطْعَنْ فِيهِ، وَعَادَتُهُ ذِكْرُ الْجَرَحِ وَالْمَجْرُوحِينَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَهُ أَنَّ الْمَسَافِرَ إِذَا تَزَوَّجَ، لَزِمَهُ الْإِتِمَامُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِمَا، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا اعْتَذَرَ بِهِ عَنْ عُثْمَانَ.

وقد اعتذر عن عائشة أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضاً اعتذار ضعيف، فإن النبي ﷺ أبو المؤمنين أيضاً، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يُتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة، عن أبيه، أنها كانت تُصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق عليّ^(٣).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ٢٧٩/٣ فِي الزَّكَاةِ: بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ، وَمُسْلِمٌ (١٦٢١) فِي الْهَبَاتِ: بَابُ كِرَاهَةِ شُرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَ«الْمَوْطَأُ» ٢٨٢/١ فِي الزَّكَاةِ: بَابُ اشْتِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُودِ فِيهَا، وَالنَّسَائِيُّ ١٠٩/٥ فِي الزَّكَاةِ: بَابُ شُرَاءِ الصَّدَقَةِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» ٦٢/١ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

(٣) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السَّنَنِ الْكُبْرَى» ١٤٣/٣ فِي الصَّلَاةِ: بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقَصْرَ فِي

“কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
ইসলামের বিধান অনুধাবনই
মুমিনের প্রকৃত পথচলা।”



সালাত ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত। এর বিধান কুরআন ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। সফরকালীন সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধানও ইসলামের শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কসর সালাতের পরিমাণ ও প্রয়োগ নিয়ে মুসলিম সমাজে বিভিন্ন মত ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

এই প্রহ্নে বিশেষভাবে উসমান ইবনে আফফানের সময়ে সফর অবস্থায় চার রাকাতাত সালাত আদায়ের বিষয়টি কুরআন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং প্রাচীন ঐতিহাসিক ও হাদিসগ্রহ্নের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কসর সালাতের মূল বিধান কী ছিল, রাসুলুল্লাহ ﷺ কীভাবে তা আদায় করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের আমল কী ছিল এবং উসমানের সময়ে চার রাকাতাত আদায়ের পেছনে কী কারণ উলেখ করা হয়েছে— এসব প্রশ্নের দলিলতিভিক অনুসন্ধানই এই গ্রহ্নের মূল উদ্দেশ্য।

এই গ্রহ্নে যা পাবেন

- কসর সালাতের কুরআনিক নির্দেশনা
- রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী সালাতের পরিমাণ
- সাহাবায়ে কেরামের আমল ও বর্ণনা
- উসমান ইবনে আফফানের সময়ে চার রাকাতাতের প্রেক্ষাপট
- ঐতিহাসিক ও হাদিসগ্রহ্নের দলিলতিভিক বিশ্লেষণ
- কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যহীনতার প্রমাণ

পাঠক নিজেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুখে নিতে পারবেন—
এই প্রত্যাশায় গ্রহ্নটি রচিত হলো।



আলোকবাহী মিডিয়া
— ছড়ায় সত্বের আলো —

ISBN 978-984-00-0000-0



9 789840 000000